

বিজিএ/টিএফসি/২০২৬/২৬০

তারিখ: ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয়: ঢাকার চারপাশের নদী দূষণ রোধে ETP ও STP যথাযথভাবে পরিচালনা নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে।

গত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় রাজধানী ঢাকার চারপাশের নদীসমূহ (বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, ধলেশ্বরী, বালু ও শীতলক্ষ্যা) দূষণের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে ‘শিল্পবর্জ্যকে’ চিহ্নিত করা হয় এবং সকল কল-কারখানায় (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) ETP/STP স্থাপন ও ব্যবহার নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় সেল ও তিনটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে।

উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ (যথা- পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, নৌ-পুলিশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, BIWTA, জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ) নদী তীরবর্তী কারখানা চিহ্নিতকরণ, ETP/STP পরিচালনার নিয়মিত মনিটরিং, টহল ও পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং দূষণকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এমতাবস্থায়, BGMEA-এর সকল সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে:

১. স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) অনুযায়ী ETP চালু রাখা। অপরিশোধিত তরল বর্জ্য নদী, খাল, ড্রেন অথবা উন্মুক্ত স্থানে নির্গমন না করা;
 ২. পরিশোধিত পানির গুণমান নিয়মিত পরীক্ষা করা ও নিশ্চিত করা;
 ৩. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে STP চালু রাখা এবং স্লাজ ও কঠিন বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
 ৪. পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।
- নদী রক্ষা আমাদের সকলের জাতীয় দায়িত্ব। এটি দেশের পোশাক শিল্পের ভাবমূর্তি ও টেকসই উন্নয়নের জন্য একান্ত অপরিহার্য।
- এ বিষয়ে সদস্য কারখানাসমূহের আন্তরিক সহযোগিতা ও পদক্ষেপ একান্তভাবে কাম্য।

ধন্যবাদান্তে,


মেজর জেনারেল ড. মোঃ সাহেদুল ইসলাম (অবঃ)

মহাসচিব

সংযুক্তি:

১. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী;
২. পরিবেশ অধিদপ্তরের সাব-কমিটি-১-এর ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

BANGLADESH GARMENT MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক সমিতি

• বাংলাদেশ তৈরি •

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

তেজগাঁও, ঢাকা

রাজধানী ঢাকার চারপাশের নদ-নদীসমূহের এবং তৎসংলগ্ন খাল, ড্রেনের দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য অপসারণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, নদ-নদীর নাব্যতা নিশ্চিতকরণ, ঢাকার চারপাশে বিদ্যমান বৃ্তাকার নৌপথের উন্নয়ন এবং এতদসংক্রান্ত সার্বিক পর্যালোচনা সভা

সভাপতি : জনাব তারেক রহমান, এমপি
প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তারিখ ও সময় : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ০৯:৩০ ঘটিকা

স্থান : (কক্ষ নম্বর-২০০, ভবন নং-১)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ : পরিশিষ্ট-‘ক’

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব সভাকে অবহিত করেন যে রাজধানী ঢাকার চারপাশে প্রবাহমান বুড়িগঙ্গাসহ অন্যান্য নদ-নদীসমূহের দূষণ নিয়ন্ত্রণে গত ৬ আগস্ট ২০২৬ প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রাথমিকভাবে একটি কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক একটি কেন্দ্রীয় সেল এবং তিনটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। নৌবাহিনী কেন্দ্রীয় সেলের সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্বে রয়েছে। এছাড়া, ঢাকার চারপাশের বৃ্তাকার নৌপথ গত ২৬ আগস্ট ২০২৬ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে পরিদর্শন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকার চারপাশের নদী তীরবর্তী ৭২ কিলোমিটার (লক্ষ্যমাত্রা ১২০ কিলোমিটার) ওয়াকওয়ে, গাইডওয়াল (সুরক্ষা দেওয়া), সীমানা চিহ্নিতকরণ পিলার স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরো বলেন, নদ-নদী দূষণ রোধ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সাফল্য-লাভকারী দেশসমূহ যেমন: ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া সহ কয়েকটি দেশের সমজাতীয় মডেল বা প্রজেক্ট পর্যালোচনা করা হচ্ছে। সভায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী নদ নদী দূষণ রোধে চলমান প্রকল্প, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প, প্রস্তাবিত প্রকল্পসহ নদী দূষণ রোধ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ উপস্থাপন করেন। এছাড়া নৌবাহিনী কর্তৃক ইতোমধ্যে গৃহীত, চলমান কার্যক্রম ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়।

০২। সভায় উপস্থিত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়; পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় প্রমুখ তাদের সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন।

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ: ক) নদী তীরবর্তী কলকারখানাসমূহ এবং পয়ঃবর্জ্য ঢাকা শহরের চারপাশে বিদ্যমান নদীসমূহ (বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, শীতলক্ষ্যা এবং ধলেশ্বরী) এবং তৎসংলগ্ন খালগুলো দূষণের প্রধান উৎস। নদী দূষণ রোধ করতে হলে উৎসসমূহে দূষণ প্রতিরোধ জরুরি। বর্তমানে ঢাকা শহরের চারপাশের নদী ও খাল কেন্দ্রিক ২১টি প্রকল্প চলমান রয়েছে যার	ক) ঢাকা সার্ফেস ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট আমব্রেলা প্রোগ্রামের দুটি ক্ষেত্র; ক) উৎসেদূষণ রোধ ও দূষণ প্রতিরোধ; খ) খাল পুনরুদ্ধারে সমন্বিত কর্মসূচির আওতায় পাঁচটি বিষয়; যথাক্রমে i) শিল্প বর্জ্য, ii) পয়ঃবর্জ্য, iii) সলিড (প্লাস্টিক, মেডিকেল) ওয়েস্ট	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পানিসম্পদ

M

	প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ৫৪ হাজার কোটি টাকা। এছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর অননুমোদিত তালিকায় আরও ২০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চলমান সকল প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে যে সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং যে সকল কাজ অবশিষ্ট রয়েছে তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ সকল প্রকল্পের কার্যক্রমের মধ্যে দ্বৈততা, অস্পষ্টতা, অপ্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দেয়া এবং পারস্পরিক অসামঞ্জস্যতা পরিহারের লক্ষ্যে প্রকল্পসমূহ পর্যালোচনা পূর্বক program approach -এ বাস্তবায়ন করা জরুরি। খ) ঢাকা সারফেস ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট আমব্রেলা প্রোগ্রাম (UIP) এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। এগুলো হলো: উৎসে দূষণরোধ ও দূষণ প্রতিরোধ (শিল্প বর্জ্য, পয়ঃবর্জ্য, সলিড ওয়েস্ট), খাল পুনরুদ্ধারে সমন্বিত কর্মসূচি (খাল খনন, জলাবদ্ধতা নিরসন), নদীর তীর ব্যবস্থাপনা (নদী পুনরুদ্ধার, নদী তীর রক্ষা, অবৈধ দূষণ রোধ), পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা (সুপেয় পানি ও ব্যবহার্য পানি নিশ্চিতকরণ)।	ম্যানেজমেন্ট iv) খাল খনন v) জলাবদ্ধতা নিরসনকে অগ্রাধিকার দিয়ে চলমান, সবুজ পাতায় অননুমোদিত এবং অপেক্ষমান প্রকল্প সমূহ নিয়ে একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। খ) পানি ও পরিবেশ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও এ পঁচটি বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।	মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৩.২	সাব-কমিটিসমূহের কার্যক্রম: ক) কেন্দ্রীয় সেলের অধীনে গঠিত তিনটি সাব-কমিটির কর্মপরিকল্পনা দ্রুত প্রণয়ন করার বিষয়ে সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এছাড়া সাব-কমিটিসমূহ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম মনিটর করা এবং কেন্দ্রীয় সেলের নিকট প্রগতি প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। খ) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় -এর পক্ষ থেকে জানানো হয় যে কল-কারখানা মালিকদের সাথে ইতোমধ্যে একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়েছে, সেই সাথে দূষকারী কলকারখানার বিরুদ্ধে আইনি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।	ক) নদ-নদী দূষণরোধে গঠিত সাব কমিটিসমূহকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। খ) শিল্প প্রতিষ্ঠান/কারখানা মালিকবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন, সংশ্লিষ্ট সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/কারখানাসমূহকে নদী দূষণের উৎসমুখ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে পত্র প্রেরণ, উৎসমুখ তালিকা হালনাগাদকরতঃ দূষকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে আইনি নোটিশ প্রদান ও প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ, নিয়মিত টহল পরিচালনা ও কারখানা পরিদর্শন কার্যক্রম; মনিটর করতে হবে। গ) নিয়মিতভাবে সাব কমিটির কার্যক্রমের অগ্রগতি কেন্দ্রীয় সেলের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।	কেন্দ্রীয় সেলের অধীনে গঠিত তিনটি সাব-কমিটি
৩.৩	খাল খনন ও পুনরুদ্ধার: ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ ওয়াসা কর্তৃক পর্যায়ক্রমে খাল ও ড্রেনের বর্জ্য অপসারণ, দখল পুনরুদ্ধার, সাইড ওয়াল/ গাইড ওয়াল, ওয়াক-ওয়ে নির্মাণ ও পানির প্রবাহ নিশ্চিত করার বিষয়ে	ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ ওয়াসা কর্তৃক পর্যায়ক্রমে খাল ও ড্রেনের বর্জ্য অপসারণ, দখল পুনরুদ্ধার, সাইড ওয়াল/ গাইড ওয়াল, ওয়াক-ওয়ে	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/

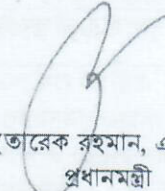
২৬

	সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সভাকে অবহিত করা হয় যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ২৯টি খালের মধ্যে ৭ খালের সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে বাকি খালগুলোতেও সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।	নির্মাণ ও পানির প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।	পৌরসভা/ওয়াসা
৩.৪	শিল্প বর্জ্য ও পয়ঃবর্জ্য বিষয়ক: ঢাকা শহরের চারপাশে বিদ্যমান নদীসমূহ এবং তদসংলগ্ন খাল ও ডেনসমূহের মাধ্যমে নিঃসৃত শিল্প বর্জ্য (৫৫%), রং, রাসায়নিক বর্জ্য, ভারী ধাতু, জৈব বর্জ্য, রোগজীবাণু (২৫%), পলিথিন, মেডিক্যাল বর্জ্য এবং নদী তলদেশে দীর্ঘমেয়াদে জমা হওয়া বিষাক্ত বর্জ্যসমূহ নদী দূষণের প্রধান উৎস। এসকল উৎস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নদী দূষণ উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে সভায় উপস্থিত সকলে মতামত প্রদান করেন। সভায় উপস্থিত সকলের অংশগ্রহণে আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণে শিল্প বর্জ্যের উৎসমুখ নিয়ন্ত্রণ, খাল ও ডেনেজ ব্যবস্থাপনা এবং দূষণরোধে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনাকে আশু করণীয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।	ক) কলকারখানা সমূহ হতে শিল্পবর্জ্য জলাশয়ে/ ভূ-গর্ভে অপসারণ বন্ধ করার বিষয়টি কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে খ) সকল কল-কারখানায় শোধন ব্যবস্থা যেমন- STP/ ETP/ CETP স্থাপন/ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় / সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ ওয়াসা
৩.৫	দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে অর্থায়ন বিষয়ক: ক) নদী দূষণ প্রতিরোধ এবং ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। একই সাথে 'কন্সট রিকভারি প্ল্যান'-ও সার্বিক পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা জরুরি। খ) সমন্বিত প্রকল্প প্রস্তুত, বিশেষজ্ঞ সহায়তা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব ব্যাংক আগামী পাঁচ বছরে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করতে সম্মত আছে। এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংক Project Preparation Facilities (PPF) বিষয়ক কর্তৃপক্ষ গঠনের প্রস্তাব করেছে। এর মাধ্যমে সমন্বিতভাবে Umbrella Investment Program বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। নেদারল্যান্ডস পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এডিবি বিশ্ব ব্যাংকের সাথে অথবা পৃথকভাবে এই প্রকল্পে সহায়তা প্রদানে সম্মত রয়েছে। এছাড়া চীন আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা করতে প্রাথমিক সম্মতি জ্ঞাপন করেছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	ক) নদী দূষণ প্রতিরোধ এবং ব্যবস্থাপনা/ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের বিষয়ে বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে। খ) সার্বিক পরিকল্পনার মধ্যে 'কন্সট রিকভারি প্ল্যান'-ও অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৩.৬	ঢাকার চারপাশে বৃত্তাকার নৌপথ উন্নতকরণ:	ঢাকার চারপাশে বিদ্যমান বৃত্তাকার নৌপথ উন্নত করার বিষয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়

	বৃত্তাকার নৌপথে যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা চলমান রয়েছে। বৃত্তাকার নৌপথে চলাচলের জন্য যাত্রী ধারণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে নৌযানের নকশা প্রস্তুত করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং নদীতে চলাচলকালে ডেউ কম হওয়ার বিষয়টি অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে বলে সভাকে অবহিত করা হয়।		
৩.৭	জলাভূমি ভরাট রোধ: জলাভূমি ভরাট করে আবাসন প্রকল্প বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। জলাভূমি ভরাট রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জলাভূমি ভরাট করে কোন স্থাপনা নির্মাণ করলে তা অবৈধ ঘোষণা করা এবং কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।	ক) জলাভূমি ভরাট রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) জলাভূমি ভরাট করে কোন স্থাপনা নির্মাণ করলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন (সংশ্লিষ্ট), জেলা প্রশাসন (সংশ্লিষ্ট), রাজউক
৩.৮	বিবিধ: কেন্দ্রীয় সেলে নতুন সদস্য কো-অপ্ট সংক্রান্ত: মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে কেন্দ্রীয় সেলের উপদেষ্টা হিসেবে এবং বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং শিল্প ও শক্তি বিভাগের সদস্যগণকে কেন্দ্রীয় সেলের সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে কেন্দ্রীয় সেলের উপদেষ্টা হিসেবে এবং বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং শিল্প ও শক্তি বিভাগের সদস্যগণকে কেন্দ্রীয় সেলের সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে হবে।	মহাপরিচালক- ৩, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

০৪। সভাপতি বলেন, এদেশ আমাদের সকলের। আত্মীয় পরিজন নিয়ে আমাদেরকে এদেশেই বসবাস করতে হবে। আমরা কোন দূষিত পরিবেশে বসবাস করতে চাই না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ পরিবেশ দূষণকে মোকাবেলা করতে পারলে, আমরাও পারবো। কেবল দাপ্তরিক দায়িত্ব হিসেবে না দেখে, নিজ নিজ অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করলে, দৃশ্যমান পরিবর্তন সম্ভব। ইতোমধ্যে সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে। এখন সমাধানের পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে। আপনজনদের জন্য আমরা যথাসম্ভব বিশুদ্ধ পরিবেশ রেখে যেতে চাই।

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


 (তারেক রহমান, এমপি)
 প্রধানমন্ত্রী
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, ই/১৬
আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.doe.gov.bd

নং-২২.০২.০০০০.০৫৬.৫৮.১১১৯২০২৬-৪৪৯

তারিখঃ ০৩/০৯/২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে রাজধানী ঢাকার চারপাশের নদীসমূহের দূষণ নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কার্যক্রমের জন্য সাব-কমিটি-১ (শিল্প বর্জ্যসহ সকল বর্জ্যের উৎসমুখ নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন সাব-কমিটি) এর ১ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : ড. মোঃ লুৎফর রহমান, মহাপরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা
সভার তারিখ : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬
সভার সময় : ১২.০০টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, পরিবেশ ভবন, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট “ক” দ্রষ্টব্য

সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভায় উপস্থিত সকলে পরিচয় প্রদান করেন অনুরোধ করেন। সভার উপস্থিত সকলের পরিচয় প্রদান সম্পন্ন হলে সভাপতি মহোদয় পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) জনাব সৈয়দ আহম্মদ কবীরকে সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। আলোচ্য সাব-কমিটির কার্যপরিধি উপস্থাপিত হলে সাব-কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের মধ্যে নৌবাহিনীর প্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, নৌ পুলিশের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর প্রতিনিধি, বিআইডব্লিউটিএ এর প্রতিনিধি, বিজিএমইএ এর প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রতিনিধি ও অন্যান্য সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য উপস্থাপনের পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১.	নদী দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও শিল্পকারখানার তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতিনিধি জানান যে, বিভিন্ন উৎসের তথ্য অনুযায়ী ঢাকার চারপাশের নদী দূষণের প্রায় ৫০% শিল্প-কলকারখানার তরল বর্জ্য হতে থেকে আসে। আর প্রায় ২৫% পৌরবর্জ্য থেকে আসে। তাই মোট দূষণের প্রায় ৭৫% নিয়ন্ত্রণে ইটিপি/এসটিপি স্থাপন/সঠিকভাবে পরিচালনা গুরুত্বপূর্ণ	- ঢাকার চারপাশের নদী দূষণ কমানোর লক্ষ্যে শিল্পকারখানার ETP এবং পৌর এলাকার STP সঠিকভাবে স্থাপন ও পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে। - নদী দূষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারকে নিয়ে মতবিনিময় সভা করে দূষণ নিয়ন্ত্রণের করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। - শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য BGMEA ও BKMEA-এর কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে। - দূষকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রথমে সতর্ক ও সচেতন করা হবে এবং পরবর্তীতে নির্দেশনা না মানলে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ ও নোটিশ প্রদান করতে হবে। - বর্তমান সরকারের নদী দূষণবিরোধী কঠোর অবস্থান বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট	- অত্র সাব-কমিটি - BGMEA ও BKMEA - সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
			সকলকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	
২.	নদীদূষণ নিয়ন্ত্রণে খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন।	নদীদূষণ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন এবং ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়।	পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র) পরিবেশ অধিদপ্তর-কে আহ্বায়ক করে পরিবেশ অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা সাভার/কেরানীগঞ্জ এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি করতে হবে এবং উক্ত কমিটি আগামী ১৫ (পনেরো) কর্মদিবসের মধ্যে সাব-কমিটি-১ এর কার্যপরিধি অনুসারে খসড়া কর্মপরিকল্পনার প্রণয়ন করবে।	পরিচালক (ছাড়পত্র), পরিবেশ অধিদপ্তর
৩.	শিল্প কারখানার দূষণ বন্ধে আইন প্রয়োগ	আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়	নদীর তীরবর্তী শিল্পকারখানাগুলো চিহ্নিত করতে হবে। প্রতিটি কারখানার ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। দূষকারী কারখানার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে পরিবেশ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা করতে হবে	পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন
৪.	বিআইডব্লিউটিএ এর সাথে সমন্বয় করে নদী দূষকারী শিল্পকারখানার তালিকা হালনাগাদকরণ।	বিআইডব্লিউটিএ এর সাথে সমন্বয় করে নদী দূষকারী শিল্পকারখানার তালিকা হালনাগাদকরণ বিষয়ে আলোচনা হয়।	বিআইডব্লিউটিএ-এর সঙ্গে শিল্পমালিকদের মতবিনিময় সভা করতে হবে। নদী দূষকারী শিল্পকারখানার হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ ও পরিবেশ অধিদপ্তর
৫.	হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি	সাব-কমিটির সদস্য নিয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি ও আপলোড বিষয়ে আলোচনা হয়	সাব-কমিটির সদস্য নিয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করতে হবে। ০৫ (পাঁচ) নদীর তীরবর্তী সকল নদী দূষকারী/ তরল বর্জ্য নির্গমনকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপলোড করতে হবে।	সাব-কমিটি
৬.	সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধি কো-অপ্ট করা	বিআইডব্লিউটিএ তালিকা হতে দেখা যায় ঢাকার চারপাশের নদী দূষকারী ৪২৪টি উৎস মুখের মধ্যে ৬৬টি ঢাকা ওয়াসার। তাই নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণ জন্য	আলোচ্য সাব কমিটিতে ঢাকা ওয়াসা ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি কো-অপ্ট করতে হবে।	সাব-কমিটি

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		ঢাকা ওয়াসার অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। তাই আলোচ্য সাব কমিটিতে ঢাকা ওয়াসার প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এছাড়া, ঢাকা মহানগরী ও আশে পাশের সকল সরকারি হাসপাতালের তরলবর্জ্য পরিশোধনের জন্য কোনো ইটিপি নাই। তাই ঢাকার চার পাশে নদী দূষণ নিয়ন্ত্রণের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই আলোচ্য সাব কমিটিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।		
৭.	জলযানসমূহ হতে বর্জ্য নিক্ষেপন বন্ধ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	নদী দূষণ রোধকল্পে নদীপথে চলাচলকারী জলযানসমূহ হতে সরাসরি বর্জ্য নিক্ষেপন বন্ধ ও পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর পত্র প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	নৌযান মালিক সমিতি/ডকইয়ার্ড এসোসিয়েশন বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	পরিবেশ অধিদপ্তর ও বিআইডব্লিউটিএ

বিবিধ আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ বিগত ২৬/০৮/২০২৬ খ্রি. তারিখে উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক ঢাকার চারপাশের নদীসমূহ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে নদীর পানির উচ্চতা বেশী থাকায় নদী দূষণের উৎসমুখ সনাক্ত করা যায়নি। তাই শুরুর মৌসুমে আলোচ্য সাব-কমিটি কর্তৃক নদী দূষণের উৎসমুখ পরিদর্শন করা যেতে পারে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সবাইকে আবারো মন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



ড. মোঃ লুৎফর রহমান
মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
ও সভাপতি, শিল্প বর্জ্যসহ সকল বর্জ্যের
উৎসমুখ নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন সাব-কমিটি

বিতরণঃ

১. নৌবাহিনীর প্রধান, নৌবাহিনীর সদর দপ্তর, বনানী, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১ মতিঝিল, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, মতিঝিল, ঢাকা।
৫. কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিদর্শক, কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম ভবন, বিজয় নগর ঢাকা।
৭. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা উত্তর/ ঢাকা দক্ষিণ/গাজীপুর/নারায়ণগঞ্জ।
৮. উপ-মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
৯. উপ-মহাপরিদর্শক, ঢাকা রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ।
১০. উপ-মহাপরিদর্শক, নৌ পুলিশ
১১. জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়, ঢাকা/গাজীপুর/নারায়ণগঞ্জ।
১২. পরিচালক, (মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট/ছাড়পত্র/ঢাকা অঞ্চল/ঢাকা গবেষণাগার/ঢাকা মহানগর), পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকা।
১৩. চেয়ারম্যান, সভার পৌরসভা।
১৪. সভাপতি, বিজিএমইএ, বিজিএমইএ কমপ্লেক্স, উত্তরা ঢাকা।
১৫. সভাপতি, বিকেএমইএ, বাংলা মটর, ঢাকা।
১৬. সভাপতি নৌযান মালিক সমিতি, ঢাকা।
১৭. সভাপতি, ডকইয়ার্ড এসোসিয়েশন, ঢাকা।

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য-

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. ভারপ্রাপ্ত সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।